দৈনিক
ইত্তেফাক

17 JAN 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 4

ভয়ঙ্কর কিশোর সন্ত্রাস

কোনদিকে যাচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ

নাফিস অলি

জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদ অনুসারে ১৮ বছর কিংবা এর কম বয়সী ছেলে-মেয়েরা শিশু হিসেবে বিবেচিত হবে। আমাদের দেশের সংবিধানে শিশুর সর্বোচ্চ বয়স ১৬ বলা হলেও ২০১১ সালের জাতীয় শিশুনীতি অনুসারে এটি ১৮ বছর। অর্থাৎ ১৮ বছরের কম বয়সী একজন নাগরিক শিশু হিসেবে গণ্য হবে।

এ বয়সের ছেলে-মেয়েদের পৃথিবীটা সাধারণত কেমন হওয়ার কথা? পিঠে ব্যাগ চাপিয়ে দলবেঁধে স্কুলে যাওয়া, টিফিন-আড্ডা, বিকেলে ব্যাট হাতে খেলার মাঠে, সন্ধ্যায় পরিবারের সাথে গল্প, রাতে ক্লাসের বইয়ের ফাঁকে লুকিয়ে গল্পের বই পড়া। হাসি আনন্দে ভরপুর একটা জীবন। এই নয় কি? কিন্তু সত্যটা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে ওঠে! এ সময় আমাদের শিশুরা জড়িয়ে পড়েছে কল্পনাতীত ভয়াবহ সব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে। মেতে উঠছে মানুষ খুনের নেশায়। অবিশ্বাস্য লাগছে না? বিভিন্ন সময়ে ঐশীদের নৃশংসতা, শুলশান-শোলাকিয়া হামলা এসবের সত্যতা প্রমাণ করে। হতবিহ্বল করে দেয় আমাদের। এসব ঘটনায় দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তবু আমরা সতর্ক হই না, এক সময় উত্তাপ কমে গেলে ঘটনা ভুলে যাই। সম্প্রতি উত্তরায় কিশোর আদনান খুনের ঘটনা তার প্রমাণ। পূর্বের ঘটনা থেকে সচেতন হলে আজ এক কিশোরকে খুনি হয়ে অন্য কিশোরকে খুন হতে হতো না। এজন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী এদের পরিবার ও সমাজ। কোনো শিশুই অপরাধী হয়ে পৃথিবীতে আসে না। অভিভাবকদের সঠিক পরিচর্যা ও নজরদারীর অভাব, সঙ্গদোষ, পরিবেশগত কারণ শিশুদের ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসে পরিণত করছে। তাদের কর্মকাণ্ড শুনলে রীতিমতো শিউরে উঠতে হয়! প্রযুক্তির অপব্যবহারও এসবের বিশেষ কারণ।

পশ্চিমাদের অনুকরণে পাড়ায় পাড়ায় এরা গ্যাং তৈরি করছে। এতে চর্চা হয় খুন, নিষ্ঠুরতা, নির্লজ্জতা, অপরাধ, মদ, গাঁজা, ইভটিজিংসহ সর্বপ্রকার অপকর্ম। এলাকার অশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত মাস্তান যুবকরা নিয়ন্ত্রণ করে এসব গ্যাং। আর পাড়ায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়া, মেয়ে বন্ধুর কাছে হিরো সাজার লোভে এসব দলে পা বাড়ায় কোমলমতি শিশু-কিশোররা। এতে উচ্চবিত্ত পরিবারের কিশোরদের বেশি দেখা যায়। আর এজন্য দায়ী পরিবারে সঠিক পরিচর্যা ও সামাজিক মূল্যবোধের অভাব।

এসব সন্ত্রাসী দল নিশ্চয় এক সপ্তাহে গড়ে ওঠেনি। যদি তা নাই হয় তবে এদের পরিবার কোথায় ছিল যখন এরা বখে যায়? অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, অতি আধুনিক কতিপয় বাবা-মা সন্তানের এহেন অসংলগ্ন জীবন-যাপনকে গৌরবের মনে করেন।

আদরে প্রশ্রয়ে মাথায় তুলে রাখেন যা পরবর্তীতে নিজেদের জন্য বুকফাটা আর্তনাদের কারণ হয়। একটা কথা স্মরণ রাখা জরুরি, এদেশ এখনো অতি আধুনিকতার নামে রসাতলে যায়নি। এদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, বিদেশি অপসংস্কৃতি বাদ দিয়ে পরিবারে দেশীয় সংস্কৃতি চর্চা করুন। দেখি ছেলে-মেয়ে কিভাবে বখে যায়!

কিশোর সন্ত্রাস দমনে একজন মা পারেন সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে। কেননা কাদামাটির শিশুটিকে পরম যত্নে গড়ে তুলতে পারেন 'মা'। পরিবারে শিশুকে অপশিক্ষা দিয়ে যতোই দেশ সেরা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হোক, কাজ হবে না। শিশুর সর্বপ্রধান বিদ্যালয় তার পরিবার। উত্তরার ঘটনায় দেখা যায়, শিশু আদনানসহ গ্যাং দলের সবাই ঢাকার নামকরা সব স্কুলের শিক্ষার্থী। শিক্ষকরা অন্য দশজনের মতো এদেরও নিশ্চয় ভালো মানুষ হওয়ার দীক্ষা দিয়েছেন। তবে কেন এরা বখে গেলো? এর জন্য পরিবার দায়ী নয় কি? আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা হওয়া উচিত ছিল এসব গ্যাং লিডার 'বড়ভাই'দের মূলোৎপাটন করা। তারা কি তা করেছে? সমাজে দিনের পর দিন এরা ত্রাসের রাজত্ব চালিয়েছে, সমাজের বিশিষ্টজন কী ব্যবস্থা নিয়েছে এর?

শিশু অধিকার সনদ অনুসারে শিশুদের অপরাধ প্রমাণিত হলেও প্রাণদণ্ড, যাবজ্জীবন, নির্মম এমনকি অমর্যাদাকর কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে না। তবে এদের সংশোধন হবে কোথায়? পরিবারে নয় কি?

একবার ভাবুন তো, যে বয়সে শিশুদের প্রজাপতির ডানা ভেঙে যাওয়ার কষ্টে কেঁদে বুক ভাসানোর কথা সে বয়সে ওরা নৃশংস খুন করে। তবে ভবিষ্যতে এরা কী করবে? নিশ্চয় নিরীহ জীবন-যাপন করবে না। বরং অতীতের সকল সন্ত্রাসীদের চেয়েও জঘন্য কিছু দেখাবে দেশকে। কোনদিকে যাচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ? কোন পথে হাঁটছে তরুণ প্রজন্ম? ওরা কী দেখছে বা ভাবছে যা ওদের এমন নিষ্ঠুর বানাচ্ছে? ভালোবাসা দিয়ে ওদের জগৎটাতে প্রবেশের চেষ্টা করুন। পড়াশুনার পাশাপাশি শিশুদের নিয়োজিত রাখুন সৃজনশীলতা চর্চায়। পাড়ায় পাড়ায় গ্যাং নয়, গড়ে তুলতে হবে সাংস্কৃতিক ক্লাব। এসবের স্বাদ একবার পেয়ে বসলে শিশু বখে যাবে না কখনো। সাংস্কৃতিকতায় বেঁচে থাকা কম আনন্দের নয়!

লেখক : শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: nafisoli.bd@gmail.com